প্রশ্ন ২ ▌ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (O.B.C.) সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

উত্তর ঃ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বলতে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় ছাড়া বাকি অনগ্রসর শ্রেণিকে বোঝায়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪০ নং ধারায় সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অন্যান্য অনুন্নত বা অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কিন্তু অনগ্রসরতার মানদণ্ড কীসের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হবে এ ব্যাপারে সংবিধানে কিছু উল্লেখ না থাকায়, অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসাবে কখনো শিক্ষাকে, কখনো বার্ষিক আয়কে, আবার কখনো জাতপাতকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে বিহারের বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের সভাপতিত্বে যে মণ্ডল কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৮০ সালে এই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে নিম্নলিখিত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসর সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়, যথা—

(১) যে শ্রেণি বা জাতের মধ্যে পারিবারিক সম্পদ রাজ্যের গড় হারের ২৫% শতাংশ কম।

(২) যে শ্রেণি বা জাতের মধ্যে কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারীর সংখ্যা রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি।

(৩) যে শ্রেণি বা জাতের পরিবার পিছু ভোগ্যপণ্যের জন্য ঋণ গ্রহণের পরিমাণ রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি।

এইসব মানদণ্ডের ভিত্তিতে মণ্ডল কমিশন ভারতবর্ষে মোট ৩৭৪৩টি জাতি বা সম্প্রদায়কে অনুন্নত বলে ঘোষণা করে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে ২৭ শতাংশ পদ সংরক্ষণের কথা বলা হয়।

১৯৮০ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করলেও, দীর্ঘ এক দশক পর ১৯৯০ সালে ভি. পি. সিং-এর আমলে মণ্ডল কমিশনের কিছু সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ১৯৯১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও সরকারের এক বিশেষ ঘোষণায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ২৭% সংরক্ষণের কথা বলা হয় এবং ১৯৯২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্ট এই সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে রায় দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৪ সালের ২৯শে জুন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৬ ▌ 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য' বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৫নং ধারায় বলা হয়েছে ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও সংবিধানের ৩৩০ থেকে ৩৪২ নং ধারাগুলিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ঈঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৩৪০ নং ধারায় সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণিগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন নিয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিগুলির' জন্যও বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ১৫নং ধারার ৩ ও ৪ উপধারায় যথাক্রমে স্ত্রীলোক ও শিশুদের উন্নতির জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগসুবিধা দানের ব্যবস্থাকে অনেকে 'সংরক্ষণ মূলক বৈষম্য' (protective discrimination) বলে আখ্যা দেন।

Scanned with CamScanner

১৪.৫ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
The special provisions for Other Backward Classes (OBC)

ভারতীয় সংবিধানের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমাজের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সাংবিধানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা। মূল সংবিধানে যে বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা কেবল তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, অন্য কোনো অনগ্রসর শ্রেণির জন্য নয়।

Scanned with CamScanner